দৈনিক বাংলা

৪৪

তারিখ 16 OCT 1995

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

এসএসসি'র ফলাফল ও যশোর বোর্ড

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বেশ গোলযোগ হয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় কাঙ্খিত কলেজে পড়া থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে দেখা গেছে, দু'জন ছাত্র-ছাত্রী ফলাফল ঘোষণায় যথাক্রমে নবম ও একাদশ স্থান পায়। কিন্তু আসলে তারা উভয়েই ১ম স্থান দখল করে যৌথভাবে। তা পেয়েছিল তাদের খাতা পুনঃযাচাইয়ের ফলে। এছাড়াও ঢাকা বোর্ডে ফলাফল পুনঃযাচাই-এ সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে। এরূপ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যশোর শিক্ষা বোর্ডেও। এ বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪০/৪৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী তাদের নম্বর আশানুরূপ না হওয়ার খাতা পুনঃযাচাইয়ের জন্য আবেদন জানিয়েছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস খাতা পুনঃযাচাই করলে অবশ্যই তারা নম্বর বেশী পাবে।

বর্তমানে শত শত ছাত্র-ছাত্রী আবেদনপত্র নিয়ে প্রতিদিন বোর্ড প্রাঙ্গণে ভিড় জমাচ্ছে। এতে সাধারণ কর্মচারীরা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এবং বোর্ড সংলগ্ন যে ব্যাংকটি আছে সেখানে পরীক্ষার্থীদের বি.ডি করার ভিড়ে ব্যাংকের গ্রাহকগণ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এরূপ অব্যবস্থা ও ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। একমাত্র বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দিতে পারেন বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কি করছেন? আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

এম এ আহসান, মিটন, জাকির,
নাসির, মাসুম, বাবু, অলিজা, পলাশ,
লিংকু, লাজু ও চান্দু,
নূতন উপশহর যশোর।